তারিখ 09 APR 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

দৈনিক
জনকণ্ঠ

নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের প্রয়োজনীয়তা

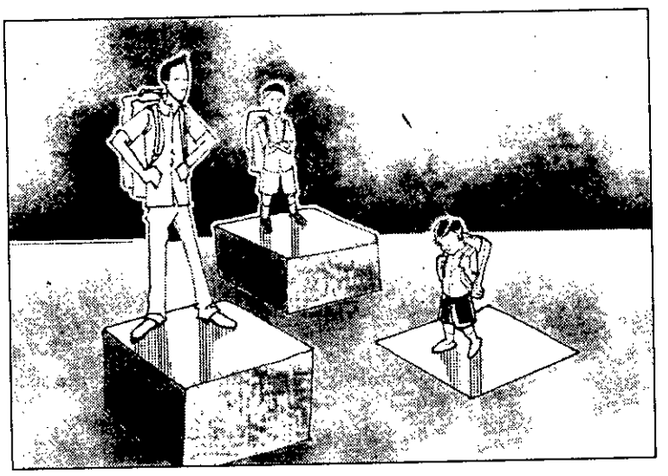

বাংলাদেশে ২০০৯ সাল থেকে জাতীয় পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা শুরু হয়েছে। প্রাথমিক পর্বের শিক্ষা শেষে এ পাবলিক পরীক্ষা পঞ্চম শ্রেণী পড়ুয়া ছোট সোনামণিদের জন্য একটি আনন্দময় মূল্যায়ন প্রতিযোগিতা। বলা যায় ছোটদের বড় সাফল্যের জয়গাথা।

এ বছর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী ও জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অন্য বারের চেয়ে বেশি সাফল্য দেখিয়েছে পরীক্ষার্থীরা। দেশে সবচেয়ে বড় চার পাবলিক পরীক্ষা এই ফল আমাদের অভিভাবকদের সন্তুষ্ট করেছে। সন্তোষ প্রকাশ করার কারণও আছে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় এ বছর পাসের হার ৯৮ দশমিক ৫২ শতাংশ। গতবার ছিল ৯৭ দশমিক ৯২ শতাংশ।

ইউনেসকোর মতে, মানসম্পন্ন শিক্ষার অন্যতম শর্ত হচ্ছে শিক্ষার পরিবেশ। লেখাপড়ার জন্য ছেলেমেয়েদের একটি কক্ষে ঢুকিয়ে দিলেই হবে না, কক্ষটিকে হতে হবে সত্যিকারের শ্রেণীকক্ষ। প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো শিশুর সামাজিক, মানবিক, দৈহিক, আধ্যাত্মিক, নান্দনিক বিকাশ সাধনের মাধ্যমে ভবিষ্যত সুন্দর স্বপ্নদর্শনে তাকে উদ্বুদ্ধ করা। তবে আমাদের বিশাল অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে দেশের এক বিশাল জনগোষ্ঠী প্রাথমিক শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে বঞ্চিত। এ পর্যায়ে শিক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্র নিলেও এর পরবর্তী স্তর শহরাঞ্চলে বহন করে না। ফলে, দারিদ্র্যের কারণে এদেশের অনেক শিশুকেই প্রাথমিক স্তর শেষে লেখাপড়ায় ইতি টানতে হয়। বেছে নিতে হয় ৫ম শ্রেণীর পর অর্থনৈতিক প্রয়োজনে শ্রমিক জীবন।

প্রাথমিক স্তর শেষে যেসব শিশু শহরের বিভিন্ন স্কুলে আর্থিক অনটনের কারণে ভর্তি হতে পারে না তাদের দায়িত্ব রাষ্ট্রের, সমাজের, সুধীজনদের ওপর বর্তায়। সমাপনী পরীক্ষা শেষে কয়জন শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি, তার খোঁজ রাষ্ট্রের নেয়া দায়িত্ব। দারিদ্র্য ও কুসংস্কারমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে আগামীতে এসব শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষার পথ সুগম ও পর্যাপ্ত সুযোগ নিশ্চিত করতে সরকার এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এখন থেকে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করে এগোতে হবে। প্রথমেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে। মানসম্পন্ন শিক্ষক পাওয়ার ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা শিক্ষক প্রশিক্ষণ। নেপ পরিচালিত ১৮ মাস মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন এবং ১ বছর মেয়াদী সিইনএড কোর্সের কোথাও গ্রহণযোগ্যতা নেই। উন্নত বিশ্বে শিক্ষাব্যবস্থায় ৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন-প্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ বাধ্যতামূলক।

মানসম্পন্ন শিক্ষক না থাকলে মানসম্পন্ন শিক্ষা আশা করা বৃথা। আর এর জন্য চাই শিক্ষক প্রশিক্ষণ। সেটা হতে হবে প্রাতিষ্ঠানিক। পৃথিবীর কোথাও বাংলাদেশের মতো অগোছালো নিম্নমাধ্যমিক, প্রাথমিক শিক্ষা নেই। দেশে ১৩ ধরনের ভিন্ন মতাদর্শের বিদ্যালয়ে বিক্ষিপ্তভাবে গত শতাব্দীর পরিত্যক্ত '৫ম শ্রেণী পর্যন্ত সবার জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষা' কর্মসূচী পরিচালিত হচ্ছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদফতরকে 'নিম্নমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে' রূপান্তরিত করে সরকারী, বেসরকারী, প্রাইমারী স্কুল, কিন্ডারগার্টেনগুলোকে একটি জাতীয় পরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিযোগিতায় আনা জরুরি। '৮ম শ্রেণী পর্যন্ত সবার জন্য শিক্ষা' স্লোগান নির্ধারণ করে সম্মিলিতভাবে এগোতে হবে।

আমাদের অনুরোধ, উন্নত দেশের কাতারে অবস্থান প্রত্যয়ে দেশে প্রতিটি মানুষকে আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রযুক্তি শিক্ষা প্রদান। এই লক্ষ্যে প্রতিটি বিভাগে ১টি করে নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড প্রতিষ্ঠা করতে হবে। '৮ম শ্রেণী পর্যন্ত সবার জন্য শিক্ষা' নির্ধারণ করলে জাতির নিকট বর্তমান সরকারের দায়বদ্ধতার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে। আমরা সেই নির্দেশনাটির অপেক্ষায় রইলাম।

মোঃ আবুল হাসান ও
খন রঞ্জন রায়
চকবাজার, চট্টগ্রাম